

[All rights reserved.]

বঙ্গকেনী !



কাখি, নীহার প্রেস হইতে
শ্রীযতীন্দ্রনাথ জানা দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সন ১৩৪১ সাল ।

মূল্য—৫১৫ পয়সা ।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

—

Printed by

J. N. Jana.

at the Nihar Press, Ccntai.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

—

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

বসকেলী !

প্রথম ছাঁদ :

একদিনে বর্গে সে লক্ষ্যরাশি ।

নিশ্চিত হোইণ অছই বসি ॥

কেতে যে ভাবন্তি মন মধ্যস্থে ।

কি কথা ভাবন্তি কে কহি পারে ॥

এমন্ত সময়ে পুছে নারদ ।

কেড়িণ কহ গো কৈণে বিষাদ ॥

কহন্তি নারদে মনরে ইঁসি ।

কহছে তোতে যে গুণ বিশোধি ॥

সম্মুখে আশ্রছি এ কলি কাল !

কেমন্তে তরিব মানবকুল ॥

২ রসকেলী ।

কহ কহ বোলি পুন পুছিনে ।

কেমন্তে তরিব মানব কুলে ॥

কহছে ফেড়িণ ব্যস্ত ন হুঅ ।

তরিবারে অছি এক উপায় ॥

ইহা যদি নর করিণ পারে ।

তেবে সে যাইব ভবর পারে ॥

এতে গুণি তাক মনে আনন্দ ॥

বিশেষি গুণিতে হেউছি সাধ ॥

যেসনে জন্মিবা হোইণ গোপ ।

ধরিবা আন্তে যে শ্রীকৃষ্ণ রূপ ॥

সে সময়রে নীলা কার্যাদি যেতে ।

তোতে কিবা আন্তে কহিষা কেতে

তাহাকু আদর করি যে জন ।

গড়ি গুণিবারে ধ্যানরে মন ॥

ইথরে যে পাপ যিব খণ্ডিগ ।
 জানিব নিশ্চয়ে কহুছে শুণ ॥
 নারদ শুণিগ পুছই পুনি ।
 কেমন্তে সে নীলা কহগো শুণি ॥
 ইহা শুণি কহে সে ব্রহ্মধারি ।
 রসকেলো কথা কহে বিশেষি ॥
 এমন্ত শুণিগ নারদ মুনি ।
 প্রকাশ করিলে মর্ত্যরে পুনি ॥
 পূর্বে কবিমানে লেখিগ থিলা ।
 এবে যে সে নীলা প্রকাশ হেলা ॥
 ভক্তি আকারে পড়িব শুণিব ।
 তেবে যে তুন্তর পাপ খণ্ডিব ॥
 অশ্রদ্ধা করিব যেনা অধম ।
 পাপী নাহি মর্ত্যে তাহার সম ॥

ব্রতকথা মানেন যেতে যে অছি ।
 নিষ্ঠার করিব কহি বিশেষি ।
 সেধকু যে হরি সদয় হুঅ ।
 তবে যে লেখিবা হোই নির্ভয় ॥
 ভক্তিরে শ্রীহরি পদকু স্মরি ।
 লেখিলা দ্বিজ যে হীন মুরারী ॥

দ্বিতীয় ছাঁদ ২

ভাদ্র মাসর গুরুর দিন ।
 সেদিন জনর পূর্ণ যৌবন ॥
 মনরে পাইণ আত আনন্দ ।
 রসকেলী কলে নিজ গোবিন্দ ॥
 শ্রীকৃষ্ণ পাইণ জোছনা দিন ।
 রঙ্গ করি খিলে রাধা সঙ্গেন ॥

রসকেলা ।

৫

সেন্নিন শ্রমের কাতর হোই ।

গোপমানে সব নিদ্রা যে যাই ॥

গভীর রাত্রের ঘোর নিদ্রার ।

অজ্ঞান হোইলা গোপর পুর ॥

শ্রীকৃষ্ণ তঁহিরে মায়া ভিইলা ।

গোপীমানে সব চাহিণ থিলা ॥

রাক্ষা বাড়া সব সারিণ গোপী ।

শুইতে যিবাকু করে উপেক্ষি ॥

শ্রীকৃষ্ণ কথাকু মনরে স্মরি ।

বসি অছলি সব গোপ নারী ॥

কে বোলে শ্রীকৃষ্ণ সে টোকা কালে

পড়িলে যাই সন্দীপ টোলে ॥

ভাকুর পুরকু উদ্ধার কলে ।

শঙ্কর তঁহু স্বর্গে বসিলে ॥

গোপীক্‌ সহন সহি ন পারি ।

কালনী কুলরে কালকু মারি ॥

কালরে তাঁহির হোইলা নাশ ।

নাশ হোই গলা তাহার বিধ ॥

টোকা কালে সে যে গরু চরাই ॥

ক্রীদামে সুদামে সঙ্গরে নেই ॥

কেতি ক্রীড়া কলে তা মান সঙ্গে ॥

কেতি রূপ হেলে কেমন্ত রঙ্গে ॥

গোপর ননী যে করিলে চুরি ॥

গোপ গোপীমানে ন ধরি পারি ॥

শেষরে কহিলা মতি পাথর ॥

ভুত্তর পুতকু জবদ কর ॥

বান্ধিলা তাহাকু যমলাঞ্জুনে ।

উদ্ধার হোইলা পাপ নাশনে ॥

রসকেলী ।

৭

এমন্ত প্রকারে কেতে যে লীলা ।

আউরি কেতে যে লেখি ন হেলা ॥

এমন্ত সময়ে যমুনা কূলে ।

শ্রীকৃষ্ণ বংশী তঁহি বাজিলে ॥

শুনি গোপীর হোইলা চিন্তা ।

যমুনা কূলকু কেমনে যিবা ॥

কে বোলে কি শব্দ হোইলা কেহে

কুহিলি রাবিলি কদম্ব বনে ॥

এ নহে বসন্ত ঘোবন কাল ।

কি শব্দ হোইলা মনরে ভাল ॥

কে বোলে এ নহে বংশীর ধ্বনি ।

বাজই স্তম্বর ডাকে গোপিনী ॥

সকল মনরে হোইলা আকা ।

চল গো যাইণ করিবা দেখা ॥

এতে কহি সর্বের সাজে গোপিনী ।

মুরারী বিজে সে মাগে মেলানি ॥

তৃতীয় ছান্দ :

যমুনা কুলরে শ্রীকৃষ্ণ বসি ।

পুনি বজাইলে মোহন বাঁশী ॥

কে বোলে ডাকুছি যশোদা বহি ॥

বাঁশী শব্দে সে যে ডাক দেউছি ।

কে বোলে যাইবি শ্রীকৃষ্ণ কতি ।

তাই ভাউকর ন মানি ভীতি ॥

কে বোলে যাইবি যমুনা কূলে ।

কলৌ করিবা যে যমুনা জলে ॥

কে বোলে শ্রীকৃষ্ণ কতিকু যিবা ।

ভোর ন হইতে ফেরি আসিবা ॥

রসকেলী । ৯

পুন বংশী স্বর শুনে গোয়ালী ।
ইচ্ছা যে করিলে যিবে উগালী ॥
ঘররে অছই স্বামী করতা ।
কেমনে যাইবে করই চিন্তা ॥
ডাকই শ্রীকৃষ্ণে কর গো ত্রাহি ।
কেমনে যিবা গো গোপী ডাকই ॥
রাই রাধিকার মনরে চিন্তা ।
কেমনে যিবা গো কর বিধাতা ॥
হে হরি তুম্ভে যে মোহর সখা ।
উপায় নাহি মো করহ রক্ষা ॥
স্বামী শুইঅছি স্বর দুয়ারে ।
ননদ স্বাশুড়ী স্বর ভিতরে ॥
এতে কহি রাধা হরিকু ডাকে ।
ডাক দেই সে যে মনরে কুপে ॥

১০ রসকেলী ।

চিন্তা দূর করি বাহারে রাধা ।

দূর হোই গলা সমস্ত বাধা ॥

দেখিল। স্বামীর নিদ্রা অঘোর ।

রাধিকা সবীরে হেলে বাহার ॥

সাজ সজ্জা হেলা সবু অলঙ্কারে ।

মহল পরিলা বেণি পররে ॥

হস্তরে নেলা চুড়ী বটফল ।

গলারে ঘেনিলা নানাধি মাল ॥

আউরি নেলা যে ঝুটিয়া মুদী ।

বস্ত্র যে পিন্ধিলা ক্ষীরোদ আদি ॥

অণ্টারে মে নেলা বিজ্রিরি কেড়া ।

মথারে ঘেনিলা মোহন চুড়া ॥

বলা বাজুবন্ধ ঘেনিলা করে ।

নেপুর ঘেনিলা পদ্য পররে ॥

রসকেলী । ১১

গলারে ঘেনিলা পোহলা ছড়া ।
বেগারে সে দেলা মালতী বেড়া ॥
অলতা যে নেলা পাদপদ্মারে ।
ঘেসনে দিশই বিজলী প্রায়ে ॥
আবর কেতে যে সাজ হোইলা ।
আউরি শোভা যে কেতে কহিবা ॥
এতে যে ঘেনিলা সবু গোপনে ।
স্বামী নন্দ কেহি ন জানে ॥
সবু গোপীমানে সজ হোইলা ।
দাণ্ডে যাই সর্ষ গোটায়ে হেলা ॥
কে বোলে স্বামী মোন জানে কিছি
ধীরে ধীরে যু যে লুচি আসিছি ॥
কে বোলে স্বামী মো বড় উদার ।
ভল মন্দ ভাঙ্ক নাহি বিচার ॥

১২ রসকেলী ।

কে বোলে আসিছি খিড়িকি দেই ।
শান্ত নন্দ যে ন জানে কেহি ॥
এমন্তে আগম কহে গুহালি ।
শ্রীহরিকু সর্বের মনের ভালি ॥
এতে কহি সর্বের গমন কলা ।
ধীরে ধীরে বংশী বাজি উঠিলা ॥
ছড়াছড়ি করি সর্বের গোপালী ।
পথ ঘাট যে কিছি ন মানই ॥
শ্রীকৃষ্ণকু স্মরি বেগেণ ধাঁই ।
কটা খকা যে কিছি ন দিশই ॥
এমন্তে ধাঁইন যমুনা কূলে ।
কুল ছাড়ি সর্বের এক হোইলে ॥
খুজই সমস্তে শ্রীকৃষ্ণ কাঁহি ।
খুজিণ তীররে কাঁহি ন পাই ॥

রসকেলী। ১৩

একুণি কৃষ্ণর বাঁশী বাজিল।

কেহে যাই সে যে লুচি গলা ॥

এমন্ত সময়ে গছ উপরে।

শ্রীকৃষ্ণ উঠি চাতুরী করে ॥

গোপীমানে খুজি দূরকু গলা।

এমন্ত সময়ে বাঁশী বাজিল ॥

গোপীক সঙ্গরে খেলার পাই।

বাঁশী বজাইলে গছরে থাই ॥

বাঁশী শব্দ শুনি পাগল হোই।

এক আর সর্ব্ব টাহিগ রই ॥

কেঠারে উঠিল। বংশীর ধনি।

কাঁহি রহি গলা নন্দর ননী ॥

নন্দর পুত্র সে অতি চতুর।

কেহে লুচি গলা সে দণ্ডধর ॥

১৪ রসকেলী ।

খুজি খুজি সর্ব্ব অস্থির হোই ।

কদম্ব মূলরে মিলিলা যাই ॥

কাতর হোইণ সেঠারে শুই ।

বিনয়ে কৃষ্ণকু কেতে ডাকই ॥

আসিণ শ্রীহরি রথ মো প্রাণ ।

ন আসিলে তুন্তে যিব জীবন ॥

স্বামী ঘর ছাড়ি তুন্তে ধইলে ।

কাঁহি তুন্তে গল কি দোষ কলে ॥

কুলক বাহারি যমুনা কূলে ।

বাহার হোইছি তুন্তর মেলে ॥

আন্তমানকু যদি দেখা ন দবু ।

ন রাখিলে মোতে গলা মো সবু ॥

কেতে রসে তুন্তে মেল করিল ।

বিপদ সময়ে ছাড়িণ গল ॥

রসকেলী । ১৫

এ পাণ তুস্তর কাঁহি রাখিব ।
দেখা ন দেলে যে নিশ্চৈ ফলিব ॥
এমন্ত বিনয় কাকুতি শুনি ।
বাঁশী বজাইলে কদম্বে পুণি ॥
তাহা শুনি সব গোপর বালী ।
কদম্ব উপরে টাঁহে সকলি ॥
দেখিণ কৃষ্ণকু কদম্ব পরে ।
ইঁস যে আসল। মন অধ্যারে ॥
শ্রীকৃষ্ণকু দেখি সর্ব গোপালী ।
মনরে করিলে করিবে কেলী ॥
শ্রীকৃষ্ণ ডাকই উহিলন আস ।
উহিল আসি তুন্তে হো পাথেবদ ॥
এতে ছলিয়া যে ছল তু কলু ।
এবে যে মো দেহে প্রাণ আগিলু

১৬ রসকৈলী ।

এমন্ত শুনি রসরে ভরা ।

মনরে ভাবিলে করিবা সারা ॥

সহস্র বরষ ধ্যান করিণ ।

গোপালী পাইলে তাকু খুসিণ ॥

মুনি ঋষিমাণে ধিয়ই যাকু ।

গোপী যে বেরিণ রহিলে তাকু ॥

এমন্ত কর্মর ফল গো শুন ।

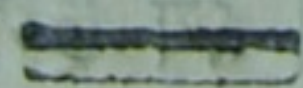
বামী রূপে তাকু পাইছি জ্ঞান ॥

দেখিতে কৃষ্ণক লীলার লেশ ।

হুই দেবক মনরে আশ ॥

গোপী লীলা কলে ছাড়িণ লাজ ।

শরণে পশিলা মুরারী দ্বিজ ॥



চতুর্থ ছান্দ :

কেতে রঙ্গ রঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ কলা ।
 কেই ন জানিলে নিশি পুরিলা ॥
 রঙ্গ করু খিলে সে রঙ্গ রস ।
 গোপী এ দেখিলে আসে দিবস ॥
 কে বোলে জীবন গলা মো আজ ।
 কেমন্তে ঘিবা গো মাড়ুছি লাজ ॥
 পূর্ব্বরে উনই সে দিনমণি ।
 একনি উঠিষ আন্তর স্বামী ॥
 এমন্ত ভাবিণ মন শুকিলা ।
 এতে দেখি কৃষ্ণ মায়া ভিইলা ॥
 গোপীক বিপদ মনরে জানি ।
 মায়া ভিয়াইলে সে চক্রপানি ॥
 দিন হোই গলা রাতির প্রায়ে ।
 সব গোপমানে উঠিণ টাহে ॥

১৮ রসকেলী ।

রাতি ন পুহিলা পুনি শুভই ।
শ্রীকৃষ্ণ মায়া ন জানে কেহি ॥
কেলী ছাড়ি সব গোপর গোপী ।
যমুনাকু গলে কেলী উপেক্ষি ॥
যমুনাকু গলে স্নাহান অর্থে ।
স্নাহান করিলে নানা দি মতে ॥
কুলরে দেখিলা শ্রীকৃষ্ণ অছি ।
মেলানি মাগই গোপর বছি ॥
আহরি কহিলা গোপর ঝিঅ ।
আবেলে আসিব এছুণু যাহ ॥
পুনি আসিব গো পূর্ণিমা দিন ।
সেদিনে আসিব কুণ্ডরিয়া জন ॥
সেদিন আসিণ পুরায় আশ ।
ন হোইবা কেতে আন্তে নিরাশ ॥
এতে কহি সর্ব মেলানি নেলা ।
শ্রীকৃষ্ণ ষাই সর্বের ঘেরিলা ॥

রসকেলী । ১৯

সেঠারু এমন্তে বিদায় হোই ।
বররে মিলিল। সমস্তে যাই ॥
দেখিল। নিশ্চল উঠিণি কেহি ।
আনন্দে সকলে শুইলে যাই ॥
কি ছক্ষণ পরে প্রভাত হেলা ।
শয্যা ছাড়ি সব গোপ উঠিল ॥
কেমন্ত প্রকারে এমন্ত হেলা ।
গোপরপুরে কেহি ন জানিলা ॥
যে যাহা কার্যরে সুধীরে যাই ।
শ্রীকৃষ্ণ লীলা ন জানে কেহি ॥
তাকর লীলা যে মধুর রস ।
রসকেলী কলে রাত্রি দিবস ॥
শ্রীকৃষ্ণ লীলা যে অতি মধুর ।
যেঅবা বুঝই সেই সুধীর ॥
তাকর ভাব যে বুঝই সেই ।
ভাবুক প্রবর নিশ্চৈ অটই ॥

২০ রসকেলী ।

তাকর লীলার সীমা যে নাই ।
আউরি বুঝই ভক্ত গোসাই ॥
যে জন করই ব্রত বাসনা ।
তাকর নাহিক পুণ্যর সীমা ॥
যে জন শুণই লীলা তাহার ।
পাপ ন করই তাকর শরীর ॥
অন্তিমে তাহার স্বর্গর বাস ।
সর্ব পাপ তাকর হোইব নাশ ॥
অবহেলে যেবা উপেক্ষা করে ।
সেজন নিশ্চয়ে নরকে পড়ে ॥
স্তীরি বালকর আনন্দ হেলা ।
পড়িবে তা মানেন ন করি হেলা ॥
দোষ ন ধরিষ ক্রীড়ারি গুরি ।
লেখই বিজ্ঞ সে হীন মুরারী ॥

